চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন

জনসংযোগ শাখা

চট্টগ্রাম

মোবাইল নং- ০১৮২৪৪৭৭৬৯৩

শেখ হাসিনার মূলনীতি
গ্রাম শহরের উন্নতি

(প্রেস বিজ্ঞপ্তি) ২৯ সেপ্টেম্বর'২০২৩খ্রি.

চসিকের ৭ স্কুল পাচ্ছে নতুন ভবন
স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণের হাতিয়ার শিক্ষায় বিনিয়োগঃ মেয়র রেজাউল

চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশনের সাতটি স্কুল ভবনের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী ও শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল।

শুক্রবার সকালে রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ভিত্তিপ্রস্তর উদ্বোধনের মাধ্যমে এ কার্যক্রম শুরু হয়। এরপর সবগুলো স্কুলে পরিদর্শন করে উন্নয়ন কাজের উদ্বোধনের পাশাপাশি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর বিভিন্ন সমস্যা ও সম্ভবনা সম্পর্কে অবগত হন মেয়র রেজাউল করিম চৌধুরী এবং শিক্ষা উপমন্ত্রী নওফেল।

শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের মোট ১৪ কোটি ৩৯ লাখ টাকার এ উন্নয়ন কার্যক্রমের মধ্যে আছে
রেলওয়ে হাসপাতাল কলোনী সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় এবং চরচাক্তাই সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ১-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, কৃষ্ণ কুমারী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয় এবং পাথরঘাটা মেনকা সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৬-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ, লামাবাজার এ এ এস সিটি কর্পোরেশন উচ্চ বিদ্যালয় এবং ভুলুয়ার দিঘী সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ৮-তলা ভিত বিশিষ্ট ৬-তলা একাডেমিক ভবন নির্মাণ এবং অর্পনাচরণ সিটি কর্পোরেশন বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ২য়, ৩য় ও ৪র্থ তলার উর্দ্ধমূখী সম্প্রসারণ কাজ।

অনুষ্ঠানে মেয়র রেজাউল বলেন, আগামীর প্রজন্মকে দক্ষ মানবসম্পদে পরিণত করার মাধ্যমে স্মার্ট বাংলাদেশ নির্মাণে শিক্ষা ব্যবস্থায় ব্যাপক বিনিয়োগ করছে সরকার। এর অংশ হিসেবে বাংলাদেশের একমাত্র সিটি কর্পোরেশন হিসেবে চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন ৮৮ টি শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের মাধ্যমে ৬৫ হাজার শিক্ষার্থীর মাঝে শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে। মেয়র হিসেবে শিক্ষাখাতে অর্থবরাদ্দকে ব্যয় নয় বরং বিনিয়োগ মনে করি। কারণ আগামীর প্রজন্ম শিক্ষিত ও দক্ষ হয়ে উঠলে বঙ্গবন্ধুর সোনার বাংলা বিনির্মাণে জাতি অগ্রসর হবে।

শিক্ষা উপমন্ত্রী ব্যারিস্টার মহিবুল হাসান চৌধুরী নওফেল বলেন, শিক্ষায় বিনিয়োগ সর্বশ্রেষ্ঠ বিনিয়োগ। এজন্য চতুর্থ শিল্পবিপ্লবের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় আগামী প্রজন্মকে প্রস্তুত করতে শিক্ষাব্যবস্থার আধুনিকায়নে জোর দিচ্ছেন প্রধানমন্ত্রী। রূপকল্প-২০৪১ বাস্তবায়নে শিক্ষাকে প্রধান খাত ধরে এগিয়ে যাচ্ছে সরকার।

এসময় আরো উপস্থিত ছিলেন কাউন্সিলর চৌধুরী হাসান মাহমুদ হাসনি, সলিমুল্যাহ বাচ্চু, জহর লাল হাজারী, পুলক খাস্তগীর, রুমকি সেনগুপ্ত, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী জালালুদ্দিন চৌধুরী, নির্বাহী প্রকৌশলী প্রদীপ কুমার সরকার।

প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বমঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশঃ মেয়র রেজাউল

প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার নেতৃত্বে বাংলাদেশ বিশ্বমঞ্চে আত্মমর্যাদার সাথে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বলে মন্তব্য করেছেন চট্টগ্রাম সিটি মেয়র বীর মুক্তিযোদ্ধা মো রেজাউল করিম চৌধুরী।

বৃহস্পতিবার প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার জন্মদিন উপলক্ষে টাইগারপাসস্থ চসিক কার্যালয়ে আয়োজিত খতমে কোরআন, মিলাদ মাহফিল ও বিশেষ মুনাজাতের পর আলোচনা সভায় প্রধান অতিথির বক্তব্যে এ কথা বলেন তিনি।

মেয়র বলেন, মুক্তিযুদ্ধের পর চট্টগ্রাম ফিরে দেখি পুরো শহরটাকে শ্মশান বানিয়ে ফেলেছে পাকিস্তানিরা। এ বিধ্বস্ত দেশ পুনর্গঠনে বঙ্গবন্ধুর নেতৃত্বে দেশ যখন ঘুরে দাঁড়াচ্ছিল তখন একাত্তরের পরাজিত শক্তি ঘটালো অগাস্টের নারকীয় হত্যাকাণ্ড।

“অগণতান্ত্রিক শক্তির রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে দেশে মানুষের ভাতের অধিকার-ভোটের অধিকার ফিরিয়ে এনেছেন শেখ হাসিনা। শেখ হাসিনার জন্ম না হলে, পনের আগস্ট তিনি বেঁচে না গেলে হয়তো আমরা সার্বভৌমত্ব হারাতাম। উনার নেতৃত্বে দেশ যখন দুর্বার গতিতে এগিয়ে যাচ্ছে তখন পশ্চিমারা নানা ষড়যন্ত্রে মেতে উঠেছে। তবে, পশ্চিমাদের সব বাধা উপেক্ষা করে প্রধানমন্ত্রী পদ্মা সেতু গড়েছেন, আমাদের স্বপ্ন দেখাচ্ছেন উন্নত স্মার্ট বাংলাদেশের বাসিন্দা হওয়ার। প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে বিশ্বমঞ্চে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।”

প্রধানমন্ত্রীর পরিকল্পনায় চট্টগ্রাম ঘুরে দাঁড়াচ্ছে জানিয়ে মেয়র বলেন, প্রধানমন্ত্রী যে উন্নত বাংলাদেশ গড়ার পরিকল্পনা হাতে নিয়েছেন তা বাস্তবায়নে চট্টগ্রামে লক্ষ কোটি টাকার বিনিয়োগ করা হয়েছে। চট্টগ্রামে গড়ে তোলা হয়েছে শিল্পনগরী, টানেল, এক্সপ্রেসওয়ে। গড়া হবে মেট্রোরেল, বাড়ানো হবে বন্দর ও এয়ারপোর্টের সক্ষমতা। শুধু নগরীর সড়ক ব্যবস্থার উন্নয়নেই আমাকে আড়াই হাজার কোটি টাকা দেয়া হয়েছে। জলাবদ্ধতা নিরসনেও বিনিয়োগ করা হচ্ছে ১০ হাজার কোটি টাকা। এসব পরিকল্পনা বাস্তবায়িত হলে চট্টগ্রাম হয়ে উঠবে বিশ্ব বাণিজ্যের হাব, ঘুচে যাবে চট্টগ্রামের বেকারত্বের সমস্যা।

সভায় প্যানেল মেয়র আফরোজা কালাম বলেন, স্মার্ট বাংলাদেশ গড়তে প্রধানমন্ত্রী যে পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন তা বাস্তবায়নে সবাইকে ঐক্যবদ্ধ ভূমিকা রাখতে হবে। জনগণ এক থাকলে কোন অপশক্তিই দেশের উন্নয়নের ধারাবাহিকতায় বিঘ্ন ঘটাতে পারবেনা।

সভাপতির বক্তব্যে চসিকের ভারপ্রাপ্ত প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা সচিব খালেদ মাহমুদ বলেন, বঙ্গবন্ধু যে সোনার বাংলা গড়ার পরিকল্পনা নিয়েছেন তা বাস্তবায়নে নিরলস পরিশ্রম করছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা। উনার শ্রম ও সাহসের উপর ভর করে আজ বিশ্বের বুকে মাথা তুলে দাঁড়িয়েছে বাংলাদেশ।

সভায় উপস্থিত ছিলেন প্যানেল মেয়র গিয়াস উদ্দিন চৌধুরী, কাউন্সিলর হাসান মুরাদ বিপ্লব, আবুল হাসনাত বেলাল, আবদুল মান্নান, আবদুস সালাম মাসুম, মেয়রের একান্ত সচিব আবুল হাশেম, আইন কর্মকর্তা জসিম উদ্দিন, প্রধান হিসাব রক্ষণ কর্মকর্তা হুমায়ুন কবির চৌধুরী, অতিরিক্ত প্রধান প্রকৌশলী মুনিরুল হুদা, ভারপ্রাপ্ত প্রধান স্বাস্থ্য কর্মকর্তা মো. ইমাম হোসেন রানা, তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী ঝুলন কুমার দাশ, নির্বাহী প্রকৌশলী ফরহাদুল আলম, মো. রেজাউল বারী, তৌহিদুল হাসান, উপ-সচিব আশেকে রাসুল টিপু, উপ-প্রধান পরিচ্ছন্ন কর্মকর্তা মোরশেদুল আলম।

স্বাক্ষরিত/-
(আজিজ আহমদ)
জনসংযোগ অফিসার কাম প্রটোকল অফিসার
চট্টগ্রাম সিটি কর্পোরেশন।
মোবাইল-০১৮১৯-৯৩০ ৪৮৮